দৈনিক সংবাদ

2

তারিখ ... 12 JAN. 1989 ...
পৃষ্ঠা ... 1 কলাম ... 1 ...

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সামরিক অনুষদ খোলার বিষয় বিবেচনা করা হচ্ছে

—রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ বলেছেন, সশস্ত্র বাহিনীর পাশাপাশি সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবসমাজ জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব-রক্ষার নিশ্চয়তা বিধান করতে পারে। গতকাল বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোরের বার্ষিক কুচকাওয়াজ পরিদর্শনের পর ভাষণ দানকালে তিনি একথা বলেন। খবর বাসস'র।

রাষ্ট্রপতি বলেন: দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষার মূল দায়িত্ব হচ্ছে সশস্ত্র বাহিনীর। কিন্তু এই মহান উদ্যোগে যুবসমাজের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ

(১১-এর পাতায় দেখুন)

রাষ্ট্রপতি

(১ম পাতার পর)

বিশ্বসম্প্রদায়ে আমাদেরকে শ্রদ্ধাশীল ও শক্তিশালী জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে।

এরশাদ জাতীয় স্কোয়ারে রাষ্ট্রপতি ক্যাডেটদের প্যারেড পরিদর্শন করেন। মেজর ডঃ মোহাম্মদ শাহদাত আলীর পরিচালনায় এই প্যারেডে অংশ নেন যমুনা রেজিমেন্ট, কর্ণফুলী রেজিমেন্ট, ময়নামতি রেজিমেন্ট, মহাস্থান রেজিমেন্ট এবং নৌ ও বিমান শাখার ক্যাডেটবৃন্দ। গার্লস ক্যাডেটরাও এতে অংশ নেন। এ সময় উপ-রাষ্ট্রপতি বিচারপতি এ,কে,এম নুরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী মওদুদ আহমদ, মন্ত্রীবর্গ, তিন বাহিনীর প্রধানগণ, কূটনীতিকবৃন্দ এবং পদস্থ সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্যারেড গ্রাউণ্ডে এসে পৌঁছলে রাষ্ট্রপতিকে স্বাগত জানান প্রতিরক্ষা সচিব মোহাম্মদ শামসুল হক চিশতী এবং বিএনসিসি'র পরিচালক ব্রিগেডিয়ার মোহাম্মদ আইনউদ্দিন।

রাষ্ট্রপতি বলেন: সরকার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের পাঠ্যসূচীতে সামরিক বিজ্ঞান অন্তর্ভুক্ত করা এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সামরিক অনুষদ খোলার বিষয় সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করছে। তিনি বলেন: তার সরকারের নীতি হচ্ছে অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার সম্বলিত গণতান্ত্রিক সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা এবং একই সাথে ধর্মীয় নৈতিকতার মতবাদের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা।